সংবাদ

তারিখ ... 15 JUN 2013 ...
পৃষ্ঠা ... 12 ... কলাম ... 2

চান মোহাম্মদ মহিলা কলেজে অবকাঠামো ও শিক্ষক সংকট

এম আর রকি, নওগাঁ

পর্যাপ্ত অবকাঠামো ও শিক্ষক সংকট থাকার পরও নওগাঁর সীমান্ত উপজেলা সাপাহারের চান মোহাম্মদ মহিলা ডিগ্রি কলেজ নারী শিক্ষায় ব্যাপক অবদান রাখছে। কলেজটিতে ১ হাজার ৫০০ নারী উচ্চ শিক্ষা নিয়ে নিজেদের স্বনির্ভর হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। তবে বিপুল এ শিক্ষার্থীর জন্য দুটি শ্রেণী কক্ষের মধ্য বহু পুরনো একটি ভবনে চরম ঘাটতির মাঝে ঝুঁকি নিয়ে চলছে শিক্ষা কার্যক্রম। উপজেলার নারী শিক্ষার একমাত্র এ বিদ্যাপীঠে পর্যাপ্ত সুযোগ নিশ্চিত করার দাবি সব মহলের। সাপাহার উপজেলায় নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি বীর মুক্তিযোদ্ধা আশরাফুল হক চৌধুরী (আরব), প্রফেসর মো. ইসমত এনামুল হক, প্রফেসর আল ফারুক চৌধুরী মলিন, আলহাজ মো. শামসুল আলম শাহ চৌধুরীসহ বেশ কিছু ব্যক্তির অক্লান্ত পরিশ্রমে ১৯৯৫ সালে আমান নগর নামক স্থানে উচ্চ মাধ্যমিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় কলেজটি। মরহুম চান মোহাম্মদ নামের এক ব্যক্তির জায়গার ওপরে অবস্থিত হওয়ায় কলেজটির নামকরণ করা হয় চৌধুরী চান মোহাম্মদ মহিলা ডিগ্রি কলেজ। প্রথমে ১৮৯ জন ছাত্রী ও ১৬ জন শিক্ষক এবং ১৬ জন কর্মচারী নিয়ে যাত্রা শুরু হয় কলেজটির। এর পর পর্যায়ক্রমে কলেজে শিক্ষার মান উন্নয়ন ঘটানোর ফলে গত ১৯৯৯-২০০০ সালে এলাকার মহিলাদের উচ্চশিক্ষার কথা চিন্তা করে কলেজটিতে ডিগ্রি ক্লাস শুরু করা হয়। এর পর থেকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি কলেজটিকে। অতি অল্প সময়ে কলেজের সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে ধামুইরহাট, পত্নীতলা, বদলগাছী, মহাদেবপুর, পোরশা, নিয়ামতপুর এমনকি চাঁপাইনবাবগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে অসংখ্য শিক্ষার্থী এসে কলেজে ভর্তি হয়। এক পর্যায়ে কলেজের ছাত্রী সংখ্যা অনুযায়ী আবাসনসহ শ্রেণী সংকট দেখা দেয়। সাবেক এমপি মরহুম আবদুল জলিল ও সাপাহার, পোরশা, নিয়ামতপুর এলাকার সংসদ সদস্য সাধন চন্দ্র মজুমদার বহুতল বিশিষ্ট একাডেমিক ভবন ও আবাসন সংকট মোকাবিলায় কলেজ চত্বরে প্রায় ৩৫০ আসন বিশিষ্ট একটি বহুতল হোস্টেল নির্মাণ করেন। বর্তমানে ৪০ জন এমপিওভুক্ত ও ১৭ জন নন এমপিওভুক্ত শিক্ষক এবং ১৪ কর্মচারী এবং ১ হাজার ৫০০ ছাত্রী শিক্ষা নিচ্ছে। কলেজের ১ম বর্ষের শিক্ষার্থী আসমা আক্তার সাথী, নাফি আক্তার রুখসানা খাতুন শারমিন, রবিতা রানী জানান, এখানে কোন রাজনৈতিক হানাহানি নেই ফলে শিক্ষার মান রয়েছে ভালো। তবে তারা অবকাঠামো সংকটের কারণে নিয়মিত ক্লাস না হওয়াসহ কলেজের বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ করার দাবি জানান। ৩৫০ জন ছাত্রীর আবাসন ব্যবস্থা কলেজ হোস্টেলে দেয়া হয়েছে, বাকিরা সদরের বিভিন্ন মেসে থেকে লেখাপড়া করছে। ডিগ্রি ১ম বর্ষের শিক্ষার্থী মোসলেমা, রেহানা ও অনার্স শিক্ষার্থী সাবিরা খাতুন জানান, আরও অন্তত দুটি হোস্টেল এখানে নির্মাণ করা হলেও মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ বাড়বে।

এছাড়া বিজ্ঞান বিভাগের পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি না থাকায় শিক্ষার্থীরা ভালো ফলাফল করতে পারছে না বলে বিজ্ঞান বিভাগের অনেক শিক্ষার্থী জানান। এদিকে কলেজে গ্রীষ্মকালে পানি সংকট প্রকট আকার ধারণ করে। ভবন সংকটের কারণে বহু পুরনো টিনশেড বিশিষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে অফিস করছে শিক্ষকসহ কলেজ অধ্যক্ষ নিজেও। এ ব্যাপারে কলেজের অধ্যক্ষ আবদুল জলিল জানান, নির্বাহী কমিটিতে সিদ্ধান্ত হয়েছে ঝুঁকিপূর্ণ এ ভবন ভেঙে ফেলা হবে। কিন্তু এ মুহূর্তে ভবন সংকটে চরম ঝুঁকি নিয়ে এখানে ক্লাস করতে হচ্ছে। তিনি আরও জানান, কলেজটি এ অঞ্চলের নারী শিক্ষায় যে অবদান রাখছে সে তুলনায় এখনো শতভাগ সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দফতরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি। তবে কলেজটি শিক্ষার আরও একধাপ অগ্রগতি হয়েছে চলতি বছর। অধ্যক্ষ আবদুল জলিল ও স্থানীয় এমপি সাধন চন্দ্র মজুমদারের জোর প্রচেষ্টায় গত ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে অনার্স চালু করে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ হিসেবে স্বীকৃতি পায়।